প্রথম অধ্যায়

।। বিষয়বস্তু পরিচিতি ।।

বাংলা দেশের শস্যশ্যামল দিগ-বিস্তৃত সমতলভূমি ; আর নগাধিরাজ তুষার শীর্ষ হিমালয়ের বক্ষোলগ্ন দেশ নেপালের অরণ্যশোভিত পার্বত্যভূমি — উভয় দেশের ভৌগোলিক সংস্থান ও পরিবেশ যেমন ভিন্ন, তেমনি উভয় দেশের ভাষাও ভিন্ন । একদেশ উষ্ণতায় শুষ্ক, অপরদেশ শীতলতায় আর্দ্র ; এক দেশের ভাষা বাংলা, অপর দেশের ভাষা নেপালী । নানাভাবে পৃথক এই দুই দেশে জন্মেছিলেন দুজন মহাকবি প্রায় চারশত বৎসরের ব্যবধানে । বাংলাদেশে নদীয়া জেলার গঙ্গাতীরবর্তী ফুলিয়া গ্রামে পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাকবি কৃত্তিবাস, আর ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পশ্চিম নেপালে তনাহু গ্রামে আবির্ভূত হয়েছিলেন মহাকবি ভানুভক্ত । এত ভিন্নতা যেখানে বিদ্যমান, সেখানে এই দুইজন মহাকবির অমর কাব্যসৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনার কোন সুযোগ বা যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি থাকতে পারে না বলে মনে হওয়াই আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক । কিন্তু সাহিত্যে তুলনামূলক আলোচনা কেবল বহিরঙ্গ বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না । যথার্থ তুলনা চলে তখন, যখন দুজন কবির যানসগঠন, জীবনদর্শন, অন্তর্দৃষ্টি, ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে এক সুগভীর সাদৃশ্য অনুধাবন করে অভিনিবিষ্ট পাঠকের বুদ্ধি ও বোধি চমৎকৃত হয়ে ওঠে । তখন গৌণ হয়ে যায় ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষার ভিন্নতা, কালের ব্যবধান । তা না হলে চতুর্থ খৃষ্টাব্দে (A. B. KEITH এর মতে) আবির্ভূত সংস্কৃত সাহিত্যের মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে এযুগের মহাকবি বাংলা সাহিত্যের রবীন্দ্রনাথের তুলনা সম্ভব হতে পারতো না । সেই কারণেই মহাকবি কৃত্তিবাস ও মহাকবি ভানুভক্তের কাব্য নিয়ে তুলনামূলক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সার্থকতা রয়েছে । মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে তুলনা অর্থে, আমরা একের উপর অন্যের প্রভাব মনে করছি না, যেহেতু প্রভাবের কোন যুক্তিসঙ্গত হেতুই এখানে নেই । আগেই বলেছি, ভৌগোলিক দূরত্ব, ভাষার ভিন্নতা ও কালের ব্যবধান উভয়ের মধ্যে যোজনব্যাপী পার্থক্য সৃষ্টি করেছে । নেপালের কবি ভানুভক্ত কখনো চারশত বৎসরের প্রাচীন বাঙালী কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করেছিলেন বলে মনে হয় না । তিনি কখনো বাংলা ভাষাভাষী

অঞ্চলে নেমে এসেছিলেন কিনা জানা যায় না, না আসাই স্বাভাবিক। তবু উভয়ের কাব্যে নানাদিক থেকে যে বিস্ময়কর সাদৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তা নিতান্তই আকস্মিক বলে সাধারণভাবে মনে হতে পারে। কিন্তু উভয়েরই দেশ ও জাতির অন্তঃপ্রকৃতি, মনোধর্ম ভাবনা বিশ্বাস ও ধ্যানধারণা এবং সেই সঙ্গে উভয় কবির ভক্তিরসাশ্রিত আদর্শনিষ্ঠ জনকল্যাণমুখী কবিপ্রকৃতিতেই এই সাদৃশ্যের বীজ নিহিত ছিল বলে আমরা মনে করি। আবার বহুক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও বৈসাদৃশ্যও কিছু কম নেই। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে দীর্ঘ আলোচনাসূত্রে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই আমরা লক্ষ্য করে যাব। সাদৃশ্যের কারণ একটু আগেই আমরা অনুমান করেছি। সর্বোত্তম সাদৃশ্য, উভয়েই নিয়োজিত হয়েছিলেন রাম-মহিমা কীর্তনে। বৈসাদৃশ্যের প্রধান কারণ মনে হয় অনুবাদের জন্যে উভয়ের অবলম্বিত রামায়ণের ভিন্নতা। কৃত্তিবাস অবলম্বন করেছিলেন 'বাল্মীকি রামায়ণ'। ভানুভক্তের অবলম্বন 'অধ্যাত্ম রামায়ণ'। মনে রাখতে হবে এঁরা আদর্শ কাব্যের আক্ষরিক অনুবাদ কেউই করেননি। না করে ভালোই করেছেন -- কেননা আক্ষরিক অনুবাদ বিদ্বজ্জনের পক্ষে হয়ত গ্রহণযোগ্য হতো, কিন্তু অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত আপামর জনসাধারণের পক্ষে তা উপভোগ্য হতো না, তা দিয়ে গভীর জিনিস সহজ করে তাদের কাছে তুলে ধরা যেতো না। লোককবি কবি কৃত্তিবাস এবং ভানুভক্ত উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষানিবদ্ধ রামায়ণী কথাকে নিজ নিজ লোকভাষায় মনোজ্ঞ-ভঙ্গিতে তুলে ধরে আনন্দ ও আদর্শের উপাদান যোগানো। কৃত্তিবাস তো বলেই ছিলেন —

॥ সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সূজিত।
লোক বুঝাইতে হইল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

এঁদের অনুবাদ ঠিক ভাবানুবাদও নয়। ভাবানুবাদে আদর্শ গ্রন্থের মূলভাব বা মর্মার্থ অবলম্বন ক'রে তাকে কবি স্বাধীনভাবে প্রকাশ করে থাকেন। কৃত্তিবাস এবং ভানুভক্তের অনুবাদকে বলা যায় বিষয়ানুবাদ। অধ্যাপক মনী-দ্রমোহন বসু 'বিষয়ানুবাদের' স্বরূপ বিশ্লেষণ করে বলেছেন —

"আদর্শে বর্ণিত বিষয়ের সার সংকলিত করিয়া স্বাধীনভাবে তাহা প্রকাশিত করাকে বিষয়ানুবাদ বলে। এই জাতীয় রচনায় অনুবাদকের পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিবার সুযোগ রহিয়াছে, কারণ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে ঘটনাগুলি নিজের ভাষায় বর্ণনা করিতে হয়। ইহাতে মূলানুরূপ শব্দ-ব্যবহারের

> প্রয়োজনীয়তা না থাকিলেও আদর্শের প্রভাব অজ্ঞাতসারে কার্য করিয়া মধ্যে মধ্যে শব্দ সমন্বয় সংঘটিত করে। ... বিষয়ানুবাদের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহা ভিন্ন উপাদানে গঠিত আদর্শের প্রতিচ্ছায়া মাত্র। বাঙালা ভাষায় রচিত রামায়ণ-মহাভারতাদির অনুবাদে এই রীতিই অনুসৃত হইয়াছে।"[১]

এই বিষয়ানুবাদ করতে গিয়ে কবিরা আদর্শ কাব্য-বহির্ভূত বিষয়ও কখনো এনে ফেলেন। তাঁদের কাব্যের উদ্দেশ্য লোকচিত্তে কাহিনীটিকে আরও বিশদভাবে তুলে ধরা। বাংলা রামায়ণ রচনার পথিকৃৎ কবি কৃত্তিবাস যদিও মূলতঃ বাল্মীকি-রামায়ণকেই ভিত্তি করেছিলেন তবু তাঁর রচনার মধ্যে অন্যান্য রামায়ণ ও অন্যান্য পুরাণের নানা কাহিনী সন্নিবেশিত হয়েছে দেখা যায়। তেমনি নেপালী কবি ভানুভক্ত যদিও ব্যাসদেব কর্তৃক রচিত বলে প্রচারিত, "অধ্যাত্ম রামায়ণ"কে ভিত্তি করেছিলেন, তবু তাঁর কাব্যে সপ্তদশ শতাব্দীর হিন্দী কবি তুলসীদাসের "রামচরিত মানস"র নানা বিষয়ও গৃহীত হয়েছে দেখা যায়। রামায়ণী-কথাকে এইভাবে সহজ ও জনপ্রিয়রূপে উপস্থাপনা করার জন্যেই আজও উভয় কবি নিজ নিজ দেশের জাতীয় জীবনে অক্ষয় অমরত্ব নিয়ে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। উভয় কবির রামায়ণ সুচিরকাল ধরে শুধু নগরে নয়, সুদূর গ্রামাঞ্চলেও পঠিত গীত ও পূজিত হয়ে আসছে। অপরদিকে অসাধারণ কাব্যসুষমা মণ্ডিত সংস্কৃত ভাষানিবদ্ধ "বাল্মীকি রামায়ণ" এবং সুগভীর তত্ত্বপূর্ণ "অধ্যাত্ম রামায়ণ" আজ শুধু বিদগ্ধ সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। যা হোক এ সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা করা হবে।

এখন আমরা রামকথার আদি পথপ্রদর্শক বাল্মীকি-রামায়ণ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় এখানে পরিবেশন করবো, যা আমাদের কবিদ্বয়ের আলোচনায় পটভূমিরূপে কাজ করবে।

১। মনীন্দ্রমোহন বসু — বাঙ্গালা সাহিত্য, দ্বিতীয়খণ্ড, পৃঃ ১৪